কালের কণ্ঠ

তারিখ ..24 MAY 2016...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...৬...

বেড়ায় শিশু শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের পর হত্যা

কেরানীগঞ্জে স্ত্রী, রংপুরে আওয়ামী লীগ নেতা খুন

প্রিয় দেশ ডেস্ক ▷

পাবনার বেড়ায় এক শিশু শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের পর হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। কেরানীগঞ্জে এক গৃহবধূকে হত্যা করেছে তার স্বামী। রংপুরে ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতা। কালের কণ্ঠ'র **আঞ্চলিক অফিস, নিজস্ব প্রতিবেদক** ও **প্রতিনিধিদের** পাঠানো খবর :

পাবনা (আঞ্চলিক) : বেড়া উপজেলার চরপেচাকোলা গ্রামের রফিকুল ইসলামের মেয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী চায়নাকে (৮) হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় চরপেচাকোলা গ্রামের টিয়া আলমের ছেলে মনিরকে (১৯) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এলাকাবাসী ও পুলিশ জানায়, রবিবার দুপুরে চায়না নদীতে গোসল করতে যায়। পরে বিকেলে এলাকাবাসী ও পরিবারের লোকজন গোসল ঘাটের কাছে নদী থেকে চায়নার লাশ উদ্ধার করে। ধারণা করা হচ্ছে, ধর্ষণের পর শিশুটিকে গলাটিপে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় গতকাল সোমবার শিশুটির বাবা বেড়া থানায় মামলা করেন। বেড়া থানার ওসি ফিরোজ আহম্মেদ বলেন, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে সব কিছু জানা যাবে। এদিকে সাঁথিয়া উপজেলার সাতানির চর গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধে রবিবার দুপুরে ছোট ভাই আলী আশরাফের (৩০) হাতে বড় ভাই এলাহী বক্স ওরফে এলাই (৫০) খুন হয়েছেন বলে জানা গেছে। তাঁরা ওই গ্রামের ইয়ার আলীর ছেলে।

রংপুর : রংপুর সদর উপজেলার হরিদেবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল হোসেন (৫০) জমি নিয়ে বিরোধে ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছেন। পুলিশ ও পরিবার জানায়, আবুল হোসেনের সঙ্গে প্রতিবেশী এরশাদুল হকের দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। এর জেরে বৃহস্পতিবার রাতে এরশাদ চাকু দিয়ে আবুল হোসেনকে আঘাত করে। রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার তাঁর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় নিহতের ছেলে রবিউল ইসলাম ছয়জনের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা করেছেন।

কেরানীগঞ্জ : কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন পূর্ববন্ধ ডাকপাড়া এলাকায় গত রবিবার আম্বিয়া (২০) নামের এক গৃহবধূকে তাঁর স্বামী গলাটিপে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। একই দিন দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানাধীন চরখেজুরবাগ এলাকায় গৃহবধূ হামিদা বেগম (৪২) আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গেছে। পুলিশ লাশ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ (মিটফোর্ড) হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। আম্বিয়ার পাশের ভাড়াটিয়া নূপুর বেগম বলেন, 'দুপুরে (রবিবার) আম্বিয়ার স্বামীকে তাঁর ঘর থেকে দ্রুতগতিতে অন্যমনস্কভাবে বের হয়ে যেতে দেখি। বিষয়টি আমার সন্দেহ হলে অন্য ভাড়াটিয়াদের নিয়ে বাড়ির মালিক আলাউদ্দিন সাহেবকে খবর দিই। তিনি এসে ঘরের ভেতর ঢুকে আম্বিয়ার নিথর দেহ মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন।' এক প্রশ্নের জবাবে নূপুর বলেন, আম্বিয়ার স্বামী ঘর থেকে খুব একটা বের হতো না। মাঝেমধ্যে বের হয়ে খাবার নিয়ে আসত। কারো সঙ্গে না মেশার কারণে তার নাম-ঠিকানা এবং সে কী কাজ করত, কেউ জানে না।

কেরানীগঞ্জ মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সাহাদত হোসেন জানান, লাশের গলায় হাতের চিহ্ন রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, গৃহবধূকে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে। বাড়ির মালিক মো. আলাউদ্দিন ও পাশের ভাড়াটিয়াদের বরাত দিয়ে উপপরিদর্শক বলেন, আম্বিয়া এক মাস আগে তাঁর স্বামীকে নিয়ে ওই এলাকায় ঘর ভাড়া করে বাস করছিলেন। দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক মো. রাজিব খান জানান, পারিবারিক কলহের জেরে চরখেজুরবাগ এলাকায় নিজ ঘরের ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন হামিদা বেগম। হামিদার স্বামীর নাম মো. মন্টু ঢালী। তিনি হামিদার দ্বিতীয় স্বামী। তাঁরা চরখেজুরবাগ এলাকার মো. নজরুলের বাড়ির ভাড়াটিয়া। হামিদা মাদকাসক্ত ছিলেন বলেও উপপরিদর্শক জানান। এসব ঘটনায় দুই থানায় দুটি মামলা করা হয়েছে।